দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
049

তারিখ ...14 MAY 1989...
পৃষ্ঠা ... 6 কলাম 6 ...

ঢাকাঃ রোববার, ৩১ বৈশাখ, ১৩৯৬

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বাংলাদেশ ও শিক্ষা ব্যবস্থা

ডঃ আব্দুর রহমান

মানুষের ব্যক্তি সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যে সব প্রয়োজন এক নম্বরে চিহ্নিত করা যায় তার মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রভাব অসীম। এই শিক্ষাকে বাদ দিয়ে বা এতে কোন হেরফের রেখে কেউ, ব্যক্তি বা সামাজিক জীবনে অথবা কোন জাতি উন্নতি করছে বলে জানা নাই। তারই ভুরি ভুরি প্রমাণ ও উদাহরণ আমাদের চারিদিকে বিদ্যমান। তবু আমরা এই নেহাত সত্যকে উপেক্ষা করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হতে যাচ্ছি, কিন্তু কই, কোথায় সেই অগ্রগতি? আর কোথায়ই বা শান্তি? কত বিদেশী পন্থায়, বিদেশী আইনকানুন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত করা হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি কত বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনা হলো ও হচ্ছে তবুতো কোন কিছুতে কূল পাওয়া যাচ্ছে না। অতীতে যেমন ছিলাম স্বাধীন হওয়ার পরও সর্বক্ষেত্রেই আমরা বরং অনেক দূরে, অনেক পেছনে চলে গিয়েছি। তার একমাত্র প্রধান কারণ আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা। এটা কোন ভাবেই স্বাধীন দেশের উপযোগী নয় এবং হতে পারে না। তবে যে শিক্ষা চালু আছে তা দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, ইত্যাদি বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য বিশেষ সহায়ক হতে পারে। কিন্তু স্বাধীন দেশের নাগরিক গড়তে ও স্বাধীনতার সুফল প্রতিষ্ঠা করতে সম্পূর্ণ অপারগ। তাই বিগত বৎসর গুলিতে আমরা শুধু বঞ্চিতের পর বঞ্চিতই হয়েছি, নিক্ষিপ্ত হয়েছি কেবলি অশান্তি, দুর্নীতি ও অনিয়মের আস্তাকুঁড়ে। সমস্ত সমস্যার মূল এখানেই। তাই যত কিছু করা হয়েছে চাইকি ব্যক্তি, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সব কিছুতেই আমাদের আজ ভরাডুবি হয়েছে ও হচ্ছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীন দেশের উপযোগী কোন নাগরিক করতে পারেনি। যদি ২/১ জন হয়েও থাকে তা হলে এটা ব্যতিক্রম মাত্র। তাই যেমন শান্তি আসেনি ১৯৪৭ সালের পরে, তেমনি শান্তি হয়নি ১৯৭১ সালের পরে। তার কারণ সব সমস্যার চাবিকাঠি যেখানে, সেখানে আমরা এখনও যাইনি। এই শিক্ষাকে নিয়ে যেখানে যে দেশে যে সময়ই কারচুপি, নকলবাজী, গাফিলতি ইত্যাদি করা হয়েছে বা হচ্ছে তখনই সেখানে নেমে এসেছে সব কিছুর অবক্ষয়, সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নূতন, সমস্যা আর সমস্যা। এই প্রসংগে নিম্নের একটি উদাহরণই আমাদের সবার ধারণাকে পাল্টিয়ে দিতে পারে যেমন আমাদের প্রতিবেশী দেশ জাপানের কথাই ধরা যাক। গত বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্রের আঘাতে সর্বহারা হয়ে আজ তারা অর্থনীতিতে সবার উপরে। পরাশক্তি আমেরিকা ও তাদের নিকট ঋণী ও দেনাদার। শুধু তাই নয়, এক কথায় অর্থে তারা বিশ্বে এক মহান শক্তি। তাদের দেখাদেখি ভিয়েতনাম, কোরিয়া, চায়না ইত্যাদি দেশগুলিও অগ্রসর হচ্ছে। এর পেছেন আর কিছু নাই, আছে তাদের সঠিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং এই শিক্ষাই আজ তাদেরকে উন্নতির শীর্ষে পৌছায়ে দিচ্ছে। জাপানের একশ' পারসেন্ট শিক্ষার বয়স বর্তমানে তিনশ' বৎসর অর্থাৎ গত বিশ্ব যুদ্ধের সময় এই বয়স ছিল আড়াইশ' বৎসর। তাই গত পঞ্চাশ বৎসরে আশেপাশের দেশগুলোকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিয়েও আজ তারা সবার উপরে। তাই দেখছি ভিয়েতনাম, কোরিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপাইন এমনকি ভারতের ছোট ষ্টেট কেরেলা আজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তবে সব কিছুর মূলে রয়েছে ঐসব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষাকে বাদ দিয়ে বিদেশ থেকে ধার করে কোন কিছুতে দেশের উন্নতি তথা শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা প্রবঞ্চনা বই কিছুই নয়। যার প্রমাণ বিগত চল্লিশ বৎসরের আমাদের প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির ইতিহাস। অনেকেরই জোড়ালো ধারণা ছিল ধারকরা বিদেশী প্রযুক্তিতে দেশকে রাতারাতি উন্নতিতে ভরে দিবে। কিন্তু কোথায় তাদের সেই সব স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশ? আগাছা রেখে ভাল বীজ যেমন জমিতে ফসল দেয় না, তেমনি শিক্ষাকে উপেক্ষা করে বা দূরে রেখে উন্নত পন্থা ওপ্রযুক্তিতে দেশের উন্নতি হয় না।

সর্বক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান অবনতির জন্য দোষ দেওয়া হচ্ছে দেশের প্রেসিডেন্ট/ মন্ত্রীবর্গ/ লোকসংখ্যা/ মুখর্তা এবং ইত্যাদি ইত্যাদির উপর। দোষ দিয়ে লাভ কি? যদি সংশোধনের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়? আর কে-ই-বা করবে যদি তা আমরা নিজেরা সমাধান না করি। সমস্যা আমাদের সমাধান দেবে কি অন্যেরা? দেখতে দেখতে গত ৪০/৪৫ বৎসর চলে গেল। কত লক্ষ শহীদের আত্মদানে আমরা পর পর স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু শান্তি কতটুকু প্রতিষ্ঠা করেছি তা আজ সবারই জিজ্ঞাসা। আমাদের এমন কোন দিক আছে কি যেখানে কোন অগ্রগতি হয়েছে?

সত্য কথা বলতে গেলে কোন কিছুতেই অগ্রসর হয়নি বরং হয়েছে কেবল চারিদিকের অসত্যে, মিথ্যায় আর শয়তানের অপকর্মে। শুধু তাই নয় মিথ্যা আর অসত্যের প্রতিযোগিতায় ও বাড়াবাড়িতে আজ আমরা সর্বহারা হতে যাচ্ছি। তাই আর হাহুতাশ ও কাল বিলম্ব না করে এখন আমাদের দু'টি কাজ করা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম কাজ হলো, আমাদের দশ/বার কোটি লোকের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি আছে তা পূরণের জন্য ব্যবস্থা করা অর্থাৎ আমাদের দেশের যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হয় তা থেকে বৎসরের প্রথম দিকে পুরা বৎসরের জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য ক্রয় করা এবং তা সঠিক ভাবে বন্টন করা, যাতে সবাই খেতে পারে। তারপর বাকী যতটাকা/সম্পদ থাকে তা শুধু শিক্ষা খাতে ব্যয় করা এবং শিক্ষা দেয়া কি করে পরস্পরে সুখে শান্তিতে বাস করা যায়। এইভাবে কমপক্ষে দশ বৎসর চলতে পারলে আমাদের উত্তরসূরীগণ স্বাধীন নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারবে। এবং এই দশ বৎসরের ভিতর অন্য যতসব প্রজেক্ট দেশে চালু আছে নেহায়েত দরকারী ছাড়া সবগুলিকে স্থগিত রাখতে হবে। কারণ কোন প্রজেক্টই ইপ্সিত ফল দিচ্ছে না বরং এসব দিয়ে দেশের লোককে সত্যিকারভাবে নষ্ট করা হচ্ছে। যেখানে আমাদের চল্লিশ বৎসরে তেমন কোন ফল হয়নি সেখানে প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় ১০ বৎসর কাটালে জাতির এমন কি ক্ষতি হবে? উগ্রতা, ধ্বংস, হিংস্রতায়, কারারুদ্ধে বা অস্ত্র দ্বারা দেশে শান্তি আসবে না। শান্তি একমাত্র সম্ভব শিক্ষার দ্বারা, তবে আমাদের বর্তমান শিক্ষা নয় বরং সেই শিক্ষা হবে স্বাধীন নাগরিক হওয়ার মন্ত্র বিজড়িত স্বাধীন দেশের শিক্ষা। তাই সকলের নিকট আমাদের আবেদন বড় বড় বিদেশী ও সাফাই কথা ছেড়ে চলুন আমরা বিগত বৎসরগুলির সঠিক মূল্যায়ন ও বাস্তবে স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়াপত্তন করি, এবং সবকিছুর চাবিকাঠি ও সম্বল শিক্ষাকে আকড়ে ধরি, যাতে আমাদের শেষ রক্ষা হয়। তা-না হলে আগামীতে কেউ রক্ষা পাবে না। যার পদধ্বনি চর্তুদিকে শোনা যাচ্ছে।